স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জুল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 12th Aug. 1964 | ১৩শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

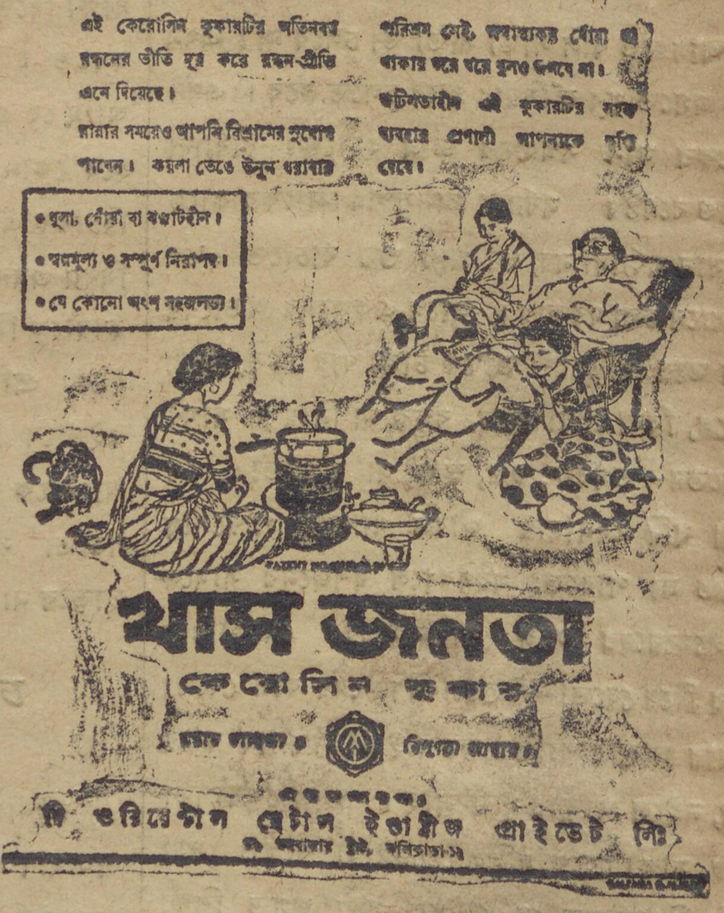

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

সভ্যতা ও সত্যতা

—•—

অধিকাংশ লোকেই বলে থাকে—দেশ আর অসভ্য নাই ক্রমে ক্রমে সকলেই সভ্যতার আলোক পেয়ে সভ্য হ'তে চলেছে। সাবেক চলনে কাউকে চলতে দেখলেই তথা কথিত সভ্যরা তা'কে অসভ্য জ্ঞানে বলে থাকে—গরুর গাড়ীর যুগে যা' হ'তো এখন তা চলবে না।

আমরাও বলি সত্যি সত্যি তা চলবে না। এখন সভ্য জগতে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চলতে হবে। এখন লোকের মান সম্মানের জ্ঞান হয়েছে। মর্য্যাদা জ্ঞানও যথেষ্ট। মর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে শুধু মান মর্য্যাদা নয়, ধন প্রাণ শুদ্ধ বাঁচাতে হ'লে সাবধানে চলা দরকার। আগে একজনের অভাবের সময় তার প্রতিবেশী তা'কে টাকা ধার দিত, বিনা দলিলে, বিনা লেখাপড়ায়, বন্ধক না নিয়ে; সাক্ষী থাকতেন—ভগবান, চন্দ্র, সূর্য্য, মা বসুমতী। সে টাকা যদি দেনাদার জীবন থাকতে পরিশোধ করতে না পারতো মরণকালে দশজনের সামনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাওনাদারের মোকাবিলা ক'রে দিয়ে যেতো—উত্তরাধিকারীদের বলে যেতো আমার আত্মার শান্তির জন্য এই টাকা শোধ ক'রে দিও, নইলে আত্মার মুক্তি নাই। আজ লেখাপড়া ক'রে, সাক্ষী রেখে, দলিল রেজেষ্টারী করেও দেনা ফাঁকি দিবার কত যে কৌশল সভ্য জগত শিক্ষা দিয়েছে ও দিচ্ছে তার সীমা সংখ্যা নাই। অসভ্য যুগে দেনা তামাদী হ'তো না এখন তামাদী করতে পারলে ব্যস্। অমনি ইন্সল্‌ভেন্সি নিয়ে পাওনাদারকে রম্ভা প্রদর্শন এক অকাট্য কৌশল। তারপর ১ বৎসর কি দেড় বৎসর পর ইন্‌সল্‌ভেন্ট আবার শেঠজী। অথচ সাবেক দেনা আর দিতে হবে না। কাজেই আমরা সভ্যতা দিয়ে সত্যতাকে ধ্বংস করিতে সিদ্ধহস্ত হয়েছি।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। সহোদরকে ফাঁকি দিবার অব্যর্থ আর্য্য স্বাধীন করা। রাস্তায় চল্‌তে হ'লে সঙ্গী পথিককে বিশ্বাস করা আর চলে না। আফিসে আফিসে লেখা আছে "পকেটমার হ'তে সাবধান" এক ভাষায় নয় দেশের চলিত সব ভাষায় সবকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। রেলের গাড়ীতে ছাপার অক্ষরে লিখে দিয়েছে মালের উপর নজর রাখো, নিজের টিকিট নিজে কেনো, ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার তোমার নিকটেই আছে। বলুন দেখিনি—কত সভ্য যুগ এটা। এটা সভ্যতার আলোক—তার ঔজ্জ্বল্য যে কত, তা বলবার নয়। চোক বুজেছ কি সব লোপাট। সভ্যতা সত্যতাকে তফাৎ করে দিয়েছে। আদালতে সাক্ষী দিতে বা নালিশ করতে সত্যতা বা হলপ পাঠ করতে হয়—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি—আমি যে এজাহার করবো তার সকল অংশ সত্য হবে কোন অংশ মিথ্যা হবে না। শেষ অবধি বিচারক এই সত্যতা পাঠযুক্ত সাক্ষ্য জেরার চোটে মিথ্যা এমন কি জল জিয়ন্ত মিথ্যা দেখে হলপকারীকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করে রায় দিতে বাধ্য হন। প্রতিজ্ঞা বা হলপের মূল্য সভ্যতার যুগে এইভাবে নির্দ্ধারিত হয়। তাই বলি সভ্যতার আলোকে সত্যতা ঝল্‌সিয়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতা সত্যতাকে দেশ থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

চাউলপটির টিউবওয়েল হইতে হইতে হইল না

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটির টিউবওয়েলটী আজ ২।৩ মাস হইতে অচল অবস্থায় পড়িয়া আছে। একদল মিস্ত্রী পুরাতন নল উঠানোর চেষ্টা করিয়া পারিল না। পাশে অপর একটা টিউবওয়েল বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া আনুষঙ্গিক গর্ত্ত খুঁড়িয়া, বাঁশ বাঁধিয়া একদিন পরে যন্ত্রপাতি গুটাইয়া চলিয়া গেল। টিউবওয়েলটী কবে বসিবে তাহা কর্ত্তৃপক্ষই জানেন।

তেলে তেল মিশানো

গত ৫ই আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যার পর রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ার খুচরা ও পাইকারী নটকোনা জিনিসের ব্যবসায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ পাল মহাশয় তুলসীবিহার বাটীর উত্তর সংলগ্ন তাঁহার ভাড়াটিয়া গুদাম ঘরে 'অগ্নিহোত্র অয়েল মিলে'র প্যাক করা সরিষার তেলের চাকতী তুলিয়া লইয়া উহাতে অন্য প্রকার তেল মিশাইতে ছিলেন। সেই সময়ে পল্লীর যুবকগণ থানায় খবর দেন। থানার সহকারী দারোগা ক্ষিতীশ বাবু উক্ত গুদামে ঢুকিয়া টিনের অনেকগুলি চাকতী হাতে লইয়া উপস্থিত লোকজনকে দেখান। ঘণ্টা কয়েক পরে পুলিশ গুদামে সীলমোহর করিয়া দরজায় পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন।

পরদিন ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য-পরিদর্শক মহাশয় পুলিশ সবইন্সপেক্টর ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের উপস্থিতিতে উক্ত তেলের নমুনা লয়েন। দোকানের মালিক ১৪৮ টিন তিসির তেল ও ১৮ টিন সরিষার তেল আছে বলিয়া স্বীকার করেন। পুলিশ মোট ১৬৬ টিন তেল আটক করিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর হেফাজতে রাখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

রামেন্দ্রসুন্দর জন্ম-শতবার্ষিকী

—•—

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব আসন্ন। এই উৎসবকে যথাযথ রূপায়নের জন্য যে বিস্তৃততর কর্মসূচী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জন্মশতবার্ষিকী সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন দেশপ্রেমিক জেলা-বাসীগণের সহৃদয় অবগতির জন্য জানাইতেছি।

প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার জন্য উৎসব অনুষ্ঠান পালনের দরুণ অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে এই কথা চিন্তা করিয়া আগামী নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠান পালনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আগামী ৫ই ভাদ্র, ১৩৭১ ইং ২১শে আগষ্ট, ১৯৬৪ শুক্রবার জেমোতে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের শুভ উদ্বোধন এবং ঐ দিবস আচার্য্য দেবের জন্মক্ষণে (ভোর ৩টা ৪ মিঃ ৪৮ সেঃ) শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থাকরণ।

পরবর্ত্তীকালের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী :—

১। কান্দী সহরের প্রবেশ পথে আচার্য্য দেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা।

২। স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা।

৩। আচার্য্য দেবের প্রতিকৃতি সম্বলিত স্বল্প মূল্যের প্রতীক পতাকা (Token Flag) বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

৪। সপ্তাহকাল ব্যাপী রামেন্দ্রসুন্দর পাঠাগার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান পালন।

৫। জনসাধারণের মধ্যে আচার্য্য দেবের জীবনী সম্বলিত একটি মুদ্রিত আবেদনপত্র প্রচার।

৬। আগামী ৫ই ভাদ্র ১৩৭১ সাল নাঃ ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭২ সাল পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর শতবর্ষ হিসাবে পালন।

৭। এই বর্ষকালের মধ্যে কান্দী মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার প্রভৃতির সহ-যোগিতায় আচার্য্য দেবের জীবনের বিভিন্ন দিক সভা সমিতির মাধ্যমে আলোচনা।

৮। ভাগীরথী নদীর উপর নির্মিয়মান সেতু "রামেন্দ্রসুন্দর সেতু" হিসাবে নামাঙ্কিত করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদনের ব্যবস্থা করণ।

৯। আগামী ৫ই ভাদ্র, ১৩৭১, শুক্রবার যাহাতে আমাদের জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক ছুটি ঘোষিত হয়।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৪শে আগষ্ট, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

৮ অন্য ডিঃ সায়েক সেখ দেং নাবের সেখ দাবি ১০২ টাকা ১৯ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে বেলাই-পাড়া ১-৪৩ শতক জমি খং ১০০ রায়ত স্থিতিবান

প্রাপ্ত

মাননীয় "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রকাশ করিলে বাধিত হবো।

আমি বহুদিন থেকে লক্ষ্য করছি যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি খুব গোপনে ও সন্তর্পণে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা এমন কি কিছু শিক্ষিতরাও বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আমার কাছে এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে মাঝে মাঝে বেশ বিব্রত করে তোলেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য আমি আই-স্পেস্যালিষ্ট কিনা এবং আমি বিলেতের হাসপাতালে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছি কিনা ইত্যাদি। অনেককে উত্তর দিয়েছি, অনেক জায়গায় মনের ক্ষোভ চেপে রেখে উত্তর এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু জিজ্ঞাসার শেষ হচ্ছে না। তাই পত্রিকা মারফৎ কৈফিয়ৎ দিতে চাই।

আই-স্পেস্যালিষ্ট বলতে জঙ্গিপুরবাসী কি চান তা জানি না তবে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডি. ও. (ডিপ্লোমা ইন অপথ্যালমোলজি) পাশ করেছি। ডি. ও. বিলেতে (ইউ, কে) চক্ষু চিকিৎসক হবার স্পেস্যালিষ্ট ডিপ্লোমা। ভারত গভর্মেণ্টের কাছেও আই-স্পেস্যালিষ্ট বলে পরিচিতি পেতে গেলে ডি. ও. অথবা ডি. ও. এম. এস. (ডিপ্লোমা ইন্ অপথ্যালমিক মেডিসিন এ্যাণ্ড সার্জ্জারী) হ'তে হবে। তা ছাড়া ভারতে ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়া কিছু নাই। আমার শিক্ষক ডাঃ জি. সি. ব্যানার্জি ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, এবং ডাঃ নীহার মুন্সী আর জি কর কলেজের প্রফেসর ডিরেক্টর ডি. ও. এম এস। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বহু আই-স্পেস্যালিষ্ট এবং আই-সার্জ্জেন ডি. ও. অথবা ডি. ও. এম. এস। এবার আমার হাস-পাতালের অভিজ্ঞতা—আমি লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, লণ্ডনের সব চেয়ে বড় চোখের হাসপাতাল 'মুরফিল্ডস্' এ এক বছর ক্লিনিক্যাল এ্যাসিস্টাণ্ট হিসেবে, 'ডন্‌কাষ্টারে' ছয় মাস সিনিয়র হাউস অফিসার, 'হাল' এ ছয় মাস সিনিয়র হসপিট্যাল মেডিক্যাল অফিসার, 'নর্থরাইডিং' এ এক বছর আই-রেজিষ্ট্রার হ'য়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছি। এখন জঙ্গিপুরবাসীরা চিন্তা করুন আমি নিজেকে আই-স্পেস্যালিষ্ট বলতে পারি কি না?

উপরিউক্ত চোখের হাসপাতালগুলি ছাড়াও আমি ইংল্যাণ্ডের ইনষ্টিটিউট অফ অটোলেরিঙ্গো-লজিতে (নাক, কান, গলা) তিন মাস কাজ ক'রেছি। 'রেডরুথ' হাসপাতালে সার্জিক্যাল বিভাগে এবং গাইনোকোলজি ও মেটারনিটি বিভাগে দশ মাস সিনিয়র হাউস অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। ডাবলিন ইউনিভার্সিটি থেকে ডি জি. ও. (ডিপ্লোমা-ইন-গাইনোকোলজি এ্যাণ্ড অবষ্টেট্রিকস্) পাশ করেছি। কলকাতায় এক বছর মেডিক্যাল ওয়ার্ডে কাজ করেছি এবং ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে ডি. টি. এম. পাশ করেছি। শুধু জঙ্গিপুরে থেকে জঙ্গিপুরবাসীকে সেবা করার জন্যে আমি প্রায় সমস্ত বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ইতি—

ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়,
এম. বি. বি. এস, ডি. টি. এম. (কলিঃ)
ডি. জি. ও. (ডাবলিন) ডি. ও. (লণ্ডন)

বিকল টিউবওয়েল

রঘুনাথগঞ্জ সহরের অদূরে দফরপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আইলেরউপর গ্রামে মুসলমান-পাড়ার (মরহুম মাজাল সেখের বাড়ীর নিকটে) টিউবওয়েলটী গত ফাল্গুন মাস হইতে অকেজো হইয়াছে। উক্ত পল্লীর জনগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই। বিশুদ্ধ পানীয় জল অভাবে পল্লীর জনসাধারণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে জঙ্গিপুরের মাননীয় মহকুমা শাসক ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং সংস্থার পল্লী উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
ফোন: ৫৫-৪১৬৬

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।

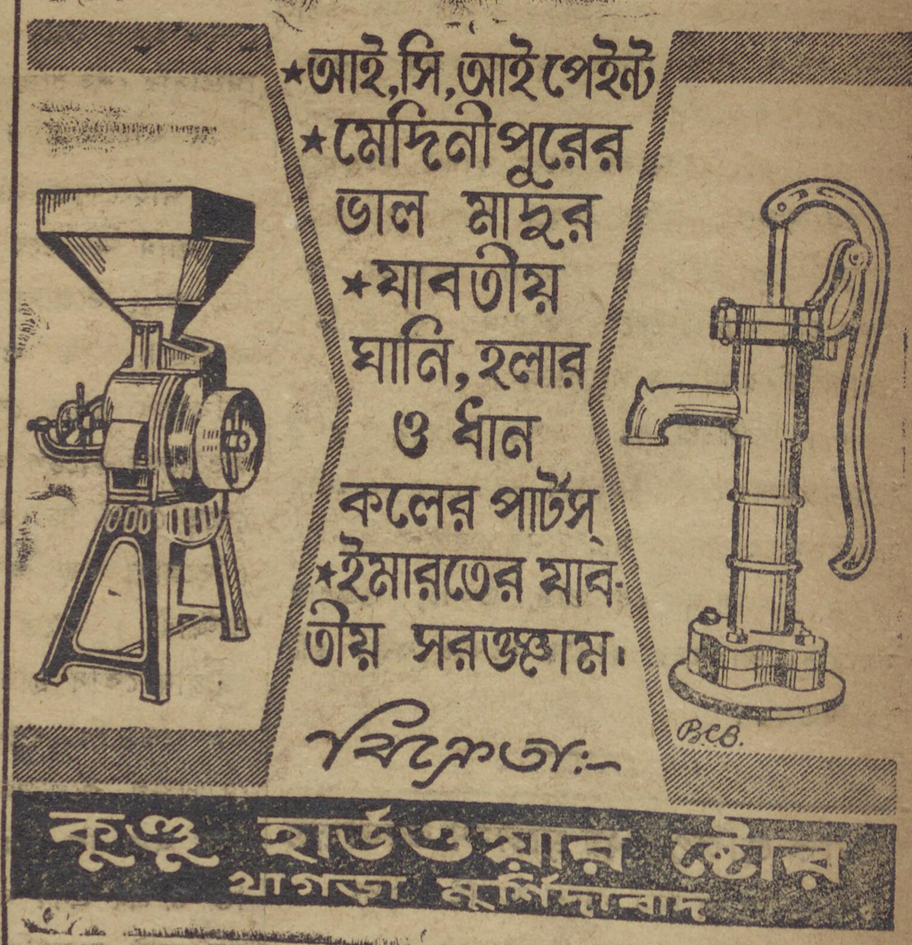

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।